REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী।

৭ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৪ঠা ফাল্গুন বুধবার ১৩২৭ ইংরাজী 16th February 1921. | ২৮শ সংখ্যা।

দর্পণ সাহায্যেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার একান্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ কেশরঞ্জন বর-অঙ্গে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২৷০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহৌষধ। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক নষ্টস্থলেও প্রথম চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্ট" রমণীরক্ষক হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী বন্ধ্যাত্বের দরুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুলমহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি বঙ্গপল্লীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন

মূল্য প্রতি শিশি	...	১৷০ দেড় টাকা
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	৷৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা——বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত-মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং'র

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ যাবে না হিলিংবাম এ জড়-নষ্টের উপাদানে প্রস্তুত ... জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের ... কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ঔষধের 'জাল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড়া নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছে। সেলুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বিজয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র নিয়োগী ও রথাপতি নামে ৪ ব্যক্তি হিলিংবাম জাল করার অপরাধে সম্প্রতি কলিকাতা পুলিশ কোর্টে অভিযুক্ত ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক যথোচিত দণ্ডিত হইয়াছে। ক্রেতাগণ হিলিংবাম ক্রয়কালে শিশির উপর আমাদের নামাঙ্কিত শীল, শিশির গায়ে ইংরাজী হরফে হিলিংবাম ও আমাদের কোম্পানীর নাম এবং ব্যবস্থা পত্রে আমাদের স্বাক্ষরের ছাপ দেখিয়া লইবেন। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে খুব সম্ভব ঔষধ জাল বুঝিতে হইবে। জালকারীকে ধরাইয়া দিতে পারিলে আমরা যথোপযুক্ত পুরস্কার দিব।

মেহের উপসর্গ যথা—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কষ্টে প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পুঁজ যুক্ত অথবা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, জ্বরভাব, ক্ষুধা না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত পা-গা টাটান, গাঁট বন্ কন্ করা কিছু মনে না থাকা রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনায় এমন কি প্রস্রাবসহ বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি হিলিংবাম সেবনে সত্বর আরোগ্য হয়।

প্রশংসাপত্রদানকারী কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম. এ, এম, ডি — এফ, আর, —সি, এস, ডি — এস. এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস) ... সি, এম; (৩) লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম আর, সি, ... এস; (৪) কাপ্তেন এস, চক্রবর্ত্তী আই,এম.এস; এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম. ডি; (৬) ... এম, ডি, (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ ... এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমা, এল. আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ ... বেজবড়ুয়া; এল. আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, পি, কর, এল, আর, ... এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ভাল ভাল ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২॥০; ছোট শিশি ১৷০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম - "হিলিং", কলিকাতা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৪ঠা ফাল্গুন বুধবার ১৩২৭ সাল।

বিনামূল্যে গোবীজের টিকা।

—০—

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণের গত অধিবেশনে জনৈক সভ্যের সহৃদয়তায় এই সুনিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে হাসপাতালে গিয়া টিকা দিলে ফিঃ দিতে হইত না কিন্তু বাটীতে টিকাদার আসিলেই ফিঃ দিতে হইত। যাঁহার প্রস্তাবে এই ফিঃ মাফ হইয়াছে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। গরীব করদাতাগণের দুঃখ যিনি অনুভব করেন তিনিইত প্রকৃত কাঙ্গালের প্রতিনিধি।

সুরেন্দ্রনাথের স্বার্থত্যাগ।

—০—

সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নহেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়। ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। এই পদের বার্ষিক বেতন ৫ হাজার টাকা। রায় মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি উক্ত বেতন গ্রহণ না করিয়া বিনা বেতনে কার্য্য করিবেন। ইনি কেবল মান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন ধনের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিলেন। মন্ত্রী মহাশয়গণ কি করেন দেখা যাউক।

লাট সভায় ধুতি চাদর।

—০—

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছাপাখানার কর্ম্মকারী সমিতির সেক্রেটারী। ইঁহার বেতন মাসিক ৩০৲ ত্রিশ টাকা মাত্র। ইনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শ্রমজীবী দলের প্রতিনিধি স্বরূপ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সমিতির সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। যে দিন লাট সভার প্রথম অধিবেশন সেদিন ইনি বাঙ্গালীর স্বাভাবিক পোষাক ধুতি চাদর পরিয়া সভায় যাইতে উদ্যত হইলে সভার অনেক সভ্যের মান মর্য্যাদা যাইবার ভয়ে ধুতি চাদর বিভীষিকা উপস্থিত হয়। তাঁহারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কোট পেণ্টালুন তদভাবে অন্ততঃ চোগাচাপকান পরিয়া সভাস্থ হইতে অনুরোধ করেন। কেহ কেহ আবার তাঁহার আর্থিক অসচ্ছলতা অনুমান করিয়া তাঁহাকে পোষাক দান করিবার ধৃষ্টতা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিন্তু অটল অচল ভাবে তাঁহাদের দান প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন "গরীবের গরীব প্রতিনিধি আমি, ধুতি আমার দারিদ্র্যের পরিচায়ক, আমি তাহাই পরিয়া যাইব। আমাকে আপনারা মার্জ্জনা করুন। আমার জাতীয় পরিচ্ছদ আমি ত্যাগ করিব না, তাহাতে আমাকে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে না দেয় ফিরিয়া আসিব।" বলিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ধন্য বুকের পাটা, ধুতি চাদরের আদর বাড়াইলেন। ভগবান আপনার ভাল করুন।

কলিকাতায় জাতীয় কলেজ।

—ঃ০ঃ—

গত পূর্ব্ব শুক্রবার রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীর সংলগ্ন চৌতালা বাড়ীতে জাতীয় বিদ্যাপীঠ খোলা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী উদ্বোধন করিয়াছেন। অধ্যক্ষ হইয়াছেন শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। এই কলেজের প্রত্যেক ছাত্রকেই হিন্দুস্থানী ভাষা ও চরকায় সূতা কাটা শিখিতেই হইবে।

গুর্খা ও মুসলমানে দাঙ্গা।

—০—

দুই জন গুর্খা খুন ও ৮ জন জখম :— নৈহাটীর চটকলের নিকটে এক মুসলমান মিষ্টান্ন বিক্রয় করিত। তাহার সহিত কলের দুই জন গুর্খা দরোয়ানের ঝগড়া হয়। মিষ্টান্ন বিক্রেতা মুসলমানকে গুর্খারা প্রহার করে এবং তাহার মিষ্টান্নগুলিও ফেলিয়া দেয়। এই ঘটনা সে ব্যক্তি তাহার মুসলমান বন্ধুদিগকে জানায়ঃ বন্ধুরা সকলেই চটকলের মজুর। গত সপ্তাহের শুক্রবারে তাহারা সকলে মিলিয়া গুর্খাদের কাছে যায় এবং উহাদিগকে লাঠি ও ছোরা লইয়া আক্রমণ করে দুইজন গুর্খা একেবারে খুন হয় এবং ১০ জন সাংঘাতিকরূপে জখম হয়। গুর্খাদের মৃতদেহ ভাগীরথীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পুলিশ সংবাদ পাইয়া তখনই ঘটনাস্থলে আসে তাহারা অতি কষ্টে একটী মৃত দেহ বাহির করে এবং উহা পরীক্ষার জন্য বারাকপুর হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। এই ঘটনায় নৈহাটীতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

—০—

ইসলাম ভ্রাতাগণ! খবরদার!

—০—

সংবাদপত্রে প্রকাশ—হিন্দুদের মত মুসলমান সমাজে কোন কোন শিক্ষিত পাত্রের পিতা পুত্রের বিবাহ দিয়া রাতারাতি বড়লোক হইবার চেষ্টা করিতেছে। কন্যার পিতার নিকট বরপণ, চেন, ঘড়ী, আংটী, বরের পড়িবার খরচ দাবি করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। এখন হইতে এই বেটার গোস্ত বিক্রয়কারী সয়তানকে জব্দ করিবার চেষ্টা না করিলে আমাদের সমাজের মত তোমাদের পবিত্র ইসলাম সমাজে কসাই ঢুকিয়া কন্যার দেহ সহ পিতামাতার হৃদয় পোড়াইয়া খাক্ করিয়া ফেলিবে। তাই বলি সাবধান! হেলায় হারাইও না। একটু ঢিল দিলেই দুম্বা ও উটের মাংসের অপেক্ষা অনেক চড়া দরে দামাদ্ খরিদ করিতে হইবে। আমরা এই সকল পুত্র-বিক্রেতার হাত কবে এড়াইব তাহা খোদাই জানেন।

সাগরবালার দেশ।

—০—

জাপানের ইসিনামোনঙ্কি নামক নগরের কাছে সাগরবালারা বাস করে। সেখানে মেয়েরাই সব, পুরুষরা তাদের মুখাপেক্ষী। স্ত্রী সেখানে রোজগার করিয়া আনিয়া স্বামীও পুত্র-কন্যাকে প্রতিপালন করে এবং স্বামীও স্ত্রীর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করে না। স্বামীর কর্ত্তব্য—ছেলে মেয়েদের যত্ন করা, ঘরদোর পরিষ্কার রাখা এবং রান্নাবান্নায় নিযুক্ত থাকা। স্ত্রীরা মুক্তা সংগ্রহের জন্য সমুদ্রে যায় এবং জাপানীরা তাই তাদের নাম রাখিয়াছে সাগরবালা। দিনের মধ্যে দশ ঘণ্টাকাল তারা ডুবুরির কাজ করে। ছেলের জন্ম সে দেশের একটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, মেয়ে জন্মাইলে ভারি ধুমধাম হয়। সাগরবালাদের মতে পুরুষরা হীন জাতি—স্ত্রীলোকের সমকক্ষ নয়। মেয়েরা সেখানে চার বছর থেকেই সাঁতার কাটিতে ও ডুবুরির কাজ করিতে শিখে।

চামার ও কসাইয়ের সঙ্কল্প।

—০—

গত ১৪ই জানুয়ারী গো-হত্যা বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য বিশদা গ্রামে প্রায় দুই সহস্র চর্ম্মকার উপস্থিত হইয়া সঙ্কল্প করিয়াছে যে তাহারা আর গোমাংস খাইবে না বা গোহত্যা করিবে না। হাড় চামড়া ও প্রাচীন গরু বিক্রয়ের ব্যবসায় করিবে না। যাহারা এই নিয়ম ভঙ্গ করিবে, তাহাদিগকে এক ঘরে করা হইবে। তাহারা গোহত্যা নিবারণ জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা করিবে।

কলিকাতা, খিদিরপুর, দমদমা প্রভৃতি স্থানের কসাইগণ গোহত্যার নিমিত্ত আর গরু খরিদ করিতেছে না। গোহত্যাকারী কসাইগণের মতি ফিরিয়াছে ইহা সমাজের শুভ লক্ষণ বটে। গো-রক্ষা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই।

রজকের নিবেদন।

—০—

আমি একজন অতি সামান্য নিরক্ষর উড়িয়া রজক। যখন প্রত্যেকেরই কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ না করিলে দেশের কাজ হইবে না তখন আমি ধোপা আমার নিম্নলিখিত মন্তব্যটী আপনার পত্রে লিখিয়া দেশের কার্য্যে সাহায্য করিব।

আজ আমরা ধোপা সম্প্রদায় প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াও পেটের ভাত যোগাড় করিতে সমর্থ হইতেছি না। যাহা হউক মায়ের ডাকে আমিও সাড়া দিতেছি। আমি আর কোন বিলাতী কাপড় কাচিব না। এস সহর মফঃস্বলের হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী উড়িয়া প্রভৃতি ধোপা ভাই সকল আমরা কিছুদিনের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বার্থত্যাগের দ্বারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি, আমরা আর কোনও বিলাতী কাপড় ও জামাদি কাচিব না।

সাহেবের সায়ত্ব শাসন।

—০—

যে শায়ত্বশাসনের জন্য আমরা কত ধস্তাধস্তি করিতেছি অদৃষ্টের গুণে মধুপুরের সাহেব বাহাদুর ও মেম সাহেব বাহাদুর (?) গণ গত সপ্তাহে সে স্বায়ত্বশাসন না হউক গার্হস্থ্য স্বায়ত্বশাসন পাইয়াছিলেন। রুটীওয়ালা, কসাই, খানসামা, বাবুর্চি, দোকানদার, মেথর প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগের কর্ম্মচারীগণ স্ব স্ব কর্ম্মের ভার সাহেব বাহাদুরগণকে সমর্পণ করিয়া অবসর লইয়াছিলেন। শুনিতেছি সাহেবেরা নাকি এই সুযোগ হেলায় হারাইয়া আবার দেড়া-দক্ষিণা স্বীকার করিয়া তাহাদের কর্ম্মচারীগণকে পুনরায় নিযুক্ত করিয়াছেন। এঁরাও দেখছি শায়ত্বশাসনের অনুপযুক্ত।

বাণী-চরণে

হতাশের প্রার্থনা।

—:•:—

বিদ্যা ফিরে নে জননি তোর!

—•—

বিদ্যারম্ভ হ'ল যবে মোর,
হাতে খড়ি দিল গুরু ম'শাই।
তুই মা জননী, বিদ্যাদায়িনী,
তোর পূজা আমি করি মা তাই।
তোমার কৃপায় যশের সহিতে,
চারিখানি পাশ পাইনু বেশ;
ঘরে এসে দেখি-আমারে পড়া'তে
বিষয় বিভব হয়েছে শেষ।
ছ'মাস না যেতে দেনা ভেবে ভেবে,
পরলোকগত পিতৃদেব;
এদিকে যে আমি বিদ্যার চোটে
হইয়া পড়েছি হাফ-সাহেব।
দেনা করে টাকা পাঠাতেন বাবা—
তাহাতে কিনেছি বিলাতী বুট;
জমি বেচে বাবা পাঠাতেন টাকা
তাহাতে খেয়েছি চা, বিস্কুট।
দেনা দেখে আমি করি নাই ভয়,
মনে মনে মোর ছিল এ বোধ—
ছ'টী মাস যদি হাকিমী করি ত
সকল দেনাই হইবে শোধ।
খোসামোদ করি ঘুরিরা ঘুরিয়া
হাকিমনীর নেশা ছুটিল মোর।
পাশ করিলেই হয় না হাকিম,
দরকার সুপারিশের জোর।
হিতাকাঙ্ক্ষী যত আত্মীয় স্বজন,
যুক্তি তাহারা দিল আমায়—
পুলিশে ঢুকিলে হইবে আমার
হাকিমীর চেয়ে অধিক আয়।
এম, এ, পাশ করি দারোগা হইব!
অদৃষ্টের ফের বাপরে বাপ!
আমি হ'নু রাজি বিধাতা তো নয়,
দু' ইঞ্চি কম বুকের মাপ।
বিদ্যার গরম হইল ঠাণ্ডা,
ভাঙ্গিল আমার দাঁতের বিষ—
পঁচিশ মুদ্রা ভাতা নিয়ে হ'নু
কেরাণী গিরির এপ্রেন্টিস্।
কিছুদিন পরে হইনু বাহাল
বেতন হইল পঞ্চাশৎ।
(i) আইএর ফুট্‌কি (t) টীর মাথা কাটা
ভুল হইলেই কৈফিয়ৎ।
সারাটা পৃথিবী দেখি অন্ধকার
সাহেব যখন করেন রাগ।
গোটা দুই টাকা উপড়ি পাইলে
ভাবি আমি আজ মেরেছি বাঘ।
স্বাস্থ্য আমার গিয়াছে ভাঙ্গিয়া
হজম হয় না মুগের জুস্।
পরিপাক হয় সাহেবের তাড়া,
আর টাকা সিকে যা' পায় ঘুস্।
চোর লুটে রেতে আমি লুটি দিনে
মোর চেয়ে ভাল ডাকাত চোর।
স্বাস্থ্য সারল্য ফিরে দে আমার
বিদ্যা ফিরে নে জননি তোর!

——

সম্পত্তি বিক্রয়।

জেলা মুর্শিদাবাদ বহরমপুর সবজজ আদালতের ১৯১৭ সালের ১৬৫ নং অন্যপ্রকার ডিক্রীর সর্ত্তানুসারে এবং উক্ত আদালতের আদেশমত কাঞ্চনতলা এষ্টেটের নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি প্রকাশ্য ডাক নিলামে সর্ব্বোচ্চ এবং সঙ্গত মূল্যে কাঞ্চনতলা জমিদারী কাছারী মোকামে আগামী ৮ই ফাল্গুন ইং ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দ্বিপ্রহরে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা যাইবে। গ্রাহকগণ ঐ তারিখের পূর্ব্বে পত্র দ্বারা তাঁহাদের প্রস্তাবিত মূল্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে জানাইতে পারেন এবং আবশ্যক হইলে উক্ত কাছারী মোকামে তাঁহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইতে পারিবেন।

সম্পত্তির তালিকা।

১। কামাত ভগবানপুর।
২। কামাত বিনোদপুর।
৩। জোত শাবদলপুর।
৪। মৌজে চরি অনন্তপুর।
৫। বাইন্ধ্যা থাকা জোত ১২৭/০ বিঘা
৬। বহরমপুর বাসা বাটী।
৭। হস্তিদন্ত ছোট বড় ১২ খণ্ড ওজন অনুমান ৬৫ পঁয়ত্রিশ সের এবং চোয়ালের দাঁত ওজন অনুমান ॥৪ চব্বিশ সের।

কাঞ্চনতলা এষ্টেট।
পোঃ ধুলিয়ান।
জেলা মুর্শিদাবাদ।
৭।২।২১

শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়,
কমন ম্যানেজার এবং পার্টিশান
কমিশনর।

বিজ্ঞাপন।

মুরারই ষ্টেশনের ৩ মাইল পূর্ব্বে পাইকর গ্রামে শ্রীশ্রী৺সর্ব্বেশ্বর দেব ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের শুভাগমন উপলক্ষে বৃহতী মেলা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে আগামী ২৬শে ফাল্গুন হইতে ৬ই চৈত্র পর্য্যন্ত পাইকর হাটের উত্তর পার্শ্বে এবং নদীর সন্নিকটে সমতল ভূমির উপর মেলা বসিবে। উক্ত মেলায় যথাসময়ে বড় দল সংকীর্ত্তন, যাত্রা ও নৃত্যগীতাদি হইবে। দোকানদারগণের যায়গার জন্য বিশেষ সুবিধাজনক স্থান নির্ণয় করা হইবে। এবং মেলার সন্নিকটে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের জন্য রীতিমত ব্যবস্থা আছে। দোকানদারগণ অগ্রিম স্থান নির্ব্বাচন করিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ম্যানেজার বাবুর নিকট দরখাস্ত করিবেন। বিলম্ব হইলে স্থান দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিবে। ইতি সন ১৩২৭ সাল তাং ২৭শে মাঘ।

ম্যানেজার—
শ্রীযুক্ত বাবু প্রভাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
নায়েব।

জবাকুসুম তৈল

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৵০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯॥০ সারে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা /।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদোষ প্রভৃতি রাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৵০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৵০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।/

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিণাম্॥ ১ ;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

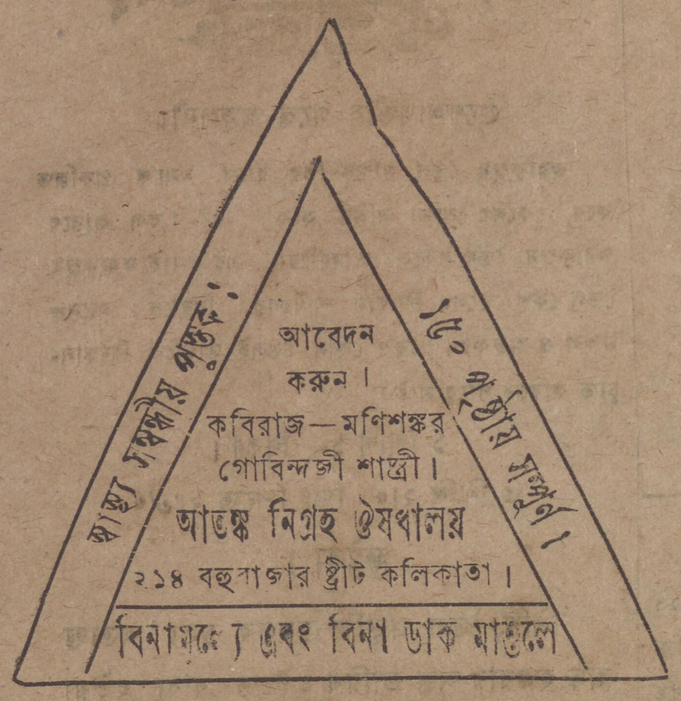

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক ! ১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু	এই তিনটী জিনিস
২—স্বাস্থ্য	লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—
৩—শক্তি	

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, অস্বাভাবিক কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নবজীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে।

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পারপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপচারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তকের জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিয়াছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর শুভ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়াছে। মনে রাখিবেন বিবাহের উৎসবে, বর-কন্যের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলা "সুরমা" ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতী সৌরভ গৃহ কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশি মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় শোধক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ॥৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, ঘুষঘুষে জ্বর, মজ্জাগত ও মেহজনিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শরীর দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সকলই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্ক অব রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড টেরিটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সল্ট উসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎস, সূতিকা, শ্বেতপ্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুড়ি, গলদা সর্দ্দি, কাশি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তার কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা বিশেষ রূপে অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্র সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের এক শিশি ঔষধের মূল্য মায় মাশুল ১৸৹ আনা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶৹ দশ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল
মঙ্গলবাগ